# মৃত্যুঞ্জয়ী হুমায়ূন আজাদঃ একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি

-জাহেদ আহমদ
*anondomela@yahoo.com*

তাঁকে বলা হতো *'বহুমাত্রিক লেখক'*। বলা হতো *'প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী'*। এর কোনটিই মিথ্যে নয়। সত্য। তবে আমার মতে, যে পরিচয় যুগ যুগ ধরে তাঁকে ধরণীতে অমর রাখবে, সেটি কিন্তু একটু আলাদা।

*বুদ্ধিজীবি?* না। শুধ *বুদ্ধিজীবি* বললে, আমার মতে, তাঁকে, কিংবা তাঁর বিদেহী আত্নাকে অপমান করা হবে। বাঙলাদেশে*১ *বুদ্ধিজীবি* হিসেবে পরিচিত হতে যে সব ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি, কিংবা, সরাসরি পানি না ছুঁয়েই মাছ ধরার পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ থাকে; সেগুলির কোনটির সাথেই তিনি অপরিচিত ছিলেন না। তবে তাতে ছিল প্রচন্ড অনীহা। তাঁর চরম শত্রু ও এ কথাটি স্বীকার করবে। তাহলে কোন পরিচয়টির কথা আমি বলতে চাচ্ছি? উত্তরে বলবোঃ চরম এবং পরম মাত্রার সততা এবং স্পষ্টবাদিতা। এই মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে ও সদর্পে কার পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া সম্ভব ছিলোঃ *'জামায়াত সৌদী আরবের টাকায় দেশে সন্ত্রাস চালাচ্ছে'?*, কিংবা, *'জামায়াত পবিত্র মসজিদকে জিহাদিদের কারখানা বানিয়েছে'?* শুধু কি তাই? দানব শক্তি কতৃর্ক আহত হয়ে ব্যাঙ্কক যাবার প্রাক্কালে ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেনঃ *'আমাকে কারা খুন করতে ছেয়েছিল, জানতে চান? নিজামী-সাঈদীকে গিয়ে ধরুন। উত্তর পেয়ে যাবেন।'* আরেকবার বলেছিলেন, *'এ দেশে একজন নাপিতের ঘরে যতটি বই পাওয়া যাবে, একজন রাজনীতিকের ঘরে সেই সংখ্যক বই ও পাওয়া যাবে না'।* ছেড়ে কথা কননি নিজ সহ-কর্মীদেরকে ও, যখন দেখেছেন- তাঁদের কারো কারো কাছে ক্ষমতা আর পদের লোভ হয়ে ওঠেছে মুখ্য। তাই তো একবার বলেছিলেনঃ *'আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বই পড়ে ক্লাশ নেন না। নিতে হয় না। এমনিতে পার পাওয়া যায়।'* স্পষ্টবাদিতার ক্ষেত্রে ছিলেন অনেকটা প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফের মত। অবশ্য ডঃ শরীফের সান্নিধ্য ও পেয়েছিলেন অনেকদিন। বাঙাল মুলুকে তাই এমন বুকের পাটা দেখানোর সৎ সাহস সম্প্রতি কেবল একজনেরই ছিলঃ অধ্যাপক ডঃ হুমায়ূন আজাদ। একটু ঘুরিয়ে বললে, *'চির উন্নত বিদ্রোহী শির লোটাব না কারো পায়ে'*- এই নৈতিক বোধশক্তিটি। ছিল তাঁর মধ্যে আদর্শের সাথে কাজের মিল। বড় অভাব এই চরিত্রটির বাঙলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এবং এখানেই অন্য দশজন বুদ্ধিজীবির সাথে আজাদের ব্যবধান। এম.এ., এম.এস.সি., এম.বি.বি.এস., এফ.আর.সি.পি., পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী শিক্ষক/ডাক্তার/বিজ্ঞানী, কিংবা এম.টেক. ইঞ্জিনিয়ারের যতটা না অভাব বাঙলাদেশে, তার চাইতে শত গুনে বেশী অভাব সৎ, স্পষ্টবাদী এবং দেশপ্রেমিক মানুষের। দুর্ভাগ্য বাঙলাদেশের। কপালে সইলো না। কিংবা, বলা উচিত- সইতে দেয়া হল না। বাঙলাদেশ হারিয়ে ফেললো হুমায়ূন আজাদ কে। একজন সৎ মানবতাবাদী বাঙালীকে। ফতেমোল্লার ভাষায়, *'সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের দেশ তাঁর ঋজু ব্যক্তিত্বের ভার সইতে পারেনি'* (www.mukto-mona.com এ

*ফতেমল্লার ইংরেজী প্রবন্ধ 'Dr. Humayun Azad has expired?' দেখুন)।* হয়তো তাই। অথবা, হয়তো অভিমানী মাতৃভূমি ইচ্ছা করেই তাঁকে পরবাসে পাঠিয়ে চির নিদ্রার দ্বারস্থ করেছে। আর করবেই বা না কেন?

যে দেশে শীর্ষস্থানীয় রাজাকার পেয়ে যায় দেশের সর্বোচ্ছ সম্মানিত পদক স্বাধীনতার মাত্র নয় বছরের মাথায়[*২], সে দেশে হুমায়ূন আজাদদের জায়গা হয় কি করে? এ দেশে স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের মাথায় আল-বদর *(তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘ)* বাহিনীর কমান্ডার মন্ত্রীত্বের ভাগীদার হয়, জাতীয় পতাকা লাগানো গাড়িতে সরকারী পুলিশ পাহারায় চারপাশ হাঁকিয়ে বেড়ায় আর হুমকি দেয় এই বলে, তারা ক্ষমতায় গেলে *'শরিয়া আইন বলবত করবে'* [*৩]। যে দেশে এক সময়ের ফুটপাতের ঔষধ বিক্রেতা তথা রমণী কণ্ঠের রাজাকার এম.পি. হয়ে দেশের তথা উপমহাদেশের বরণ্যে অধ্যাপকের লেখার বিরুদ্ধে *'ব্লাসফেমি আইন'* জারীর হুমকি দেয়[*৪]; আর ফলস্বরূপ সেই অধ্যাপকটির গায়ের পবিত্র রক্তে রাজধানীর অন্ধকার গলি রঞ্জিত হয় কতিপয় মানব রূপী জারজ পশুদের চাপাতির নির্মম কোপে, সে দেশে হুমায়ূন আজাদ পরদেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন- বাঙালীর অহংকারের দিন শেষ? কাপুরুষ বাঙালীর সান্নিধ্যের চাইতে মৃত্যুই বুঝি প্রিয় হয়ে ওঠেছিল শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ?

এজন্যই কি শত বছর আগে পর্যন্ত বঙ্কিম বলেছিলেনঃ *'এ দেশে সবাই আধ খানা করিয়া মানুষ হইলো, আস্ত মানুষ পাইব কোথা?'*

এ জন্যই বুঝি বিশ্ব কবি খেদ প্রকাশ করেছিলেনঃ *'রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করোনি'।*

বুঝি তাই নজরুল ও বলেছিলেনঃ

*বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে*
*আমরা তখনো পিছে,*
*বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি-*
*হাদীস ও ক্বোরাণ চষে।*
*বাহিরের দিকে যত মরিয়াছি*
*ভিতরের দিকে তত,*
*গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি*
*গরু ছাগলের মত।*

অধ্যাপক ডঃ হুমায়ূন আজাদ ব্যাঙ্কক থেকে চিকিৎসা শেষে কোন মতে সুস্থ হয়ে যখন দেশে ফিরেছিলেন, তখন থেকেই দানব মৌলবাদী শক্তি তাঁকে হত্যার কাজটির ব্যর্থতায় ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলো। আজাদের বাসায় প্রতিদিন হত্যার

হুমকি আসত ফোনে। তাঁর ক্লাশ টেনে পড়ুয়া ছেলেটিকে এমতাবস্থায় একদিন দানব সম্প্রদায় অপহরণ করে নিয়ে ও যায়, মারধর শেষে ছেড়ে দেয়। এ সময় তারা জানতে চায়- ডঃ আজাদ কবে, এবং জার্মানীর কোথায় যাচ্ছেন (১৪ আগষ্ট, ২০০৪ এর *দৈনিক জনকণ্ঠ* দেখুন)। এমতাবস্থায় আমরা *মুক্ত মনার* পক্ষ থেকে তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার চিন্তায় উদগ্রীব হয়ে বিদেশে আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলাম। *চির উন্নত ঋজু আর শির* সম্পন্ন আজাদ রাজী হননি। *'নিজের দেশ ছেড়ে ওদের ভয়ে পরিবার নিয়ে পালানো আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়'।* কারো করুণায় নয়, জার্মানীর লেখক সংঘ PEN এর বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে শেষে নয় মাসের জন্য একাই গিয়েছিলেন Munich University তে। মারা গেলেন (?) সেখানেই।

*মুক্তমনা* প্রতিনিধির সাথে দীর্ঘ এক ঘন্টা টেলিফোনে আলাপের সময় আজাদ আমাদেরকে একটি হৃদয়কাড়া আবেদন জানিয়েছিলেন। *' হতভাগা বাঙলাদেশের বড় দুঃসময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার সকল মূল্যবোধই আজ ভূলুণ্ঠিত। তোমরা এ ব্যাপারে সচেতন থেকো।'*

আমরা সচেতন হয়তো হব কোন একদিন। কিন্তু আজাদ তো অচেতন হয়ে গেলেন চির দিনের জন্য। নাকি, তাঁকে অচেতন করে দেয়া হয়েছে? যতক্ষণ সচেতন থাকবো - মাথায় এ প্রশ্নটি ঘুরপাক খেতেই থাকবে। একমাত্র মুক্তি তাঁর মত চির অচেতন হয়ে পড়তে পারলে। কিন্তু আমার ঝুলিতে তো আজাদের মতো এত বিশাল সততা, স্পষ্টবাদিতা, নিখাঁদ দেশপ্রেমের রেকর্ড নেই। আমার কি তাহলে কোনদিনই মুক্তি মিলবে না? *সব কিছু নষ্টদের অধিকারে চলে যাবে?* *৫

*(সমাপ্ত)*

*নিউ ইয়র্ক*
*আগষ্ট ১৩, ২০০৪*

পাদ টীকাঃ *১ আমি নিজে দেশের নামের বানান *'বাংলাদেশ'* লিখে থাকি। প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ হুমায়ূন আজাদ কিন্তু দেশের নামের বানান সর্বদা *'বাঙলাদেশ'* লিখতেন। আমি এখানে তাই তাঁর বানান রীতিই অনুসরণ করলাম।

*২ *'স্বাধীনতা পদক'* উপাধিতে দেশের কুখ্যাত রাজাকার শর্ষীনার পীরকে সম্মানিত করা হয় ১৯৮০ সালে মরহুম প্রেসিডেন্ট ও বীর মুক্তিযোদ্বা জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে। তাঁর আমলেই প্রথম একজন রাজাকারকে দেশের প্রধান মন্ত্রী করা হয় (মরহুম শাহ আজিজ)।

*৩ সাপ্তাহিক *যায় যায় দিন*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যা

*৪ দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৬ জানুয়ারী, ২০০৪

*৫ হুমায়ূন আজাদের একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন

(বাংলা টাইপিং সফটওয়ার *www.bornosoft.com* এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।)